দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 05-JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৪ ...

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ॥ কোন্ অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছি

ক'দিন আগে ইত্তেফাকে একটা খবর বেরিয়েছে –'পিরোজপুরে কলেজ শিক্ষকদের মৌন মিছিল'–এই ছিল খবরের শিরোনাম। ভেতরের ব্যাপারটা এরকম-পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য একজন শিক্ষক এক ছাত্রকে বহিষ্কার করে। পরবর্তীতে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে সেই তরুণ ছাত্র শিক্ষককে প্রহার করে– সেইজন্য সরকারী ও বেসরকারী কলেজের শিক্ষকরা এক মৌন মিছিল বের করে।

না, এটা শুধু আজ পিরোজপুরের ঘটনা নয়– বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এরকম ঘটনা ঘটেছে। ছাত্র কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছিত হবার ঘটনা আমরা প্রায়ই পত্রিকা মারফত জানতে পারি। আমরা এখন আর অবাক হই না এরকম সংবাদ পাঠ করে। আমরা এখন সবকিছুকে মেনে নিয়েছি। এই মেনে নেয়ার মানসিকতা আমাদের সবার ভেতর দিনে দিনে বেড়ে উঠছে।

আজ পেছনের দিকে তাকালে আর মনে পড়ে না সেই কবিতাটির কথা – ওস্তাদের সেবা– কাজী কাদের নওয়াজ লিখেছিলেন। এক ছাত্র ওস্তাদের পা ধুয়ে দিচ্ছে– এই হচ্ছে সেই কবিতার বিষয়। মনে পড়লেও নিজেকে বোঝাই সেটা ছিল সে সময়ের জন্য উপযোগী। এখন পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। এখন ওসব সেন্টিমেন্ট হাস্যকর। তাই শিক্ষক লাঞ্ছিত হবার ঘটনা আমাদের বুকে অনুভূতি জাগাতে পারে না। বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে না।

অথচ এক সময়– আমাদের বাবাদের কাছে শুনেছি– তাদের বাবারা তাদের পাঠশালায় ভর্তি করার সময় বলে আসতো– স্যার ওকে মানুষ করার দায়িত্ব আপনার 'ওর মাংস আপনার হাড্ডি আমার'– এর মানে হলো শিক্ষক ছাত্রকে পরিপূর্ণ মানুষ করার জন্য যে কোন রকম শাস্তি ছাত্রকে দিতে পারবেন, সেই পারমিশন বাবারাই দিয়ে আসতো।

আর আজকের অবস্থা– যদি কোন শিক্ষক ছাত্রকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য শাস্তি প্রদান করে তবে তাকে আর সেদিন বাসায় ফিরে যেতে হবে না। ফিরবে তার লাশ– লাশ না ফিরলেও সে যে অপমানিত হবে তার চেয়ে মৃত্যুই বেশী শ্রেয়– এই হচ্ছে আজকের মূল্যবোধ, আজকের অবক্ষয়। কিন্তু এই মূল্যবোধ এবং অবক্ষয়ের জন্য একচেটিয়াভাবে তরুণদের দোষ দেয়া কি ঠিক? এর জন্য কি শুধু ছাত্ররাই দায়ী। এই সাহস তারা কি হঠাৎ করেই পেয়েছে ? পায়নি। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে যেমন ভাল শিক্ষক আছেন –যারা পিতার স্নেহে ছাত্রদের পড়াশুনা করান, ভাল-মন্দ দেখাশোনা করেন তেমনি রয়েছে সুবিধাবাদী কিছু শিক্ষক। যারা নিজেদের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করে। শিক্ষকদের রাজনীতির শিকার হয় ছাত্ররা। বিনিময়ে সুবিধা কিছু পেয়েও থাকে। যেমন ক্লাস টিউটোরিয়াল পরীক্ষা না দিয়েও মার্ক পেয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে একশ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে পরীক্ষা না দিয়েই ওঠে যাওয়া। এই রাজনীতি শুধু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ নেই– এটা ছড়িয়ে গেছে স্কুল পর্যায়েও। তাইতো পড়াশুনার মান নেমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ছাত্র- শিক্ষকের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের চেয়ে অবনতি হয়ে নেমে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বী পর্যায়ে। শিক্ষকের সামনে সিগারেট ফুকতে কোনরকম দ্বিধা নেই আজ। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের এমন অনেক কলেজ আছে যে সব কলেজের শিক্ষকেরা পরীক্ষার সময় নিজ নিজ কলেজের ছাত্রদের নকল সাপ্লাই করেন, নাতো নকল করার জন্য সুযোগ করে দেন। পরিদর্শক আসলে আগেই সতর্ক করে দেন। তাহলে কি দাঁড়াল ব্যাপারটা– একদল শিক্ষকের জন্যই আরেকদল শিক্ষক অপমানিত হচ্ছে– একদল শিক্ষকের জন্য ছাত্ররা মাথায় উঠে যাচ্ছে, যা ইচ্ছে তাই করছে– যা আরেকদল শিক্ষকের জন্য হচ্ছে অপমানস্বরূপ। এখন দোষটা কার ? প্রশ্নটা সেইসব বিবেকবান শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের প্রতি রইল। ❑ সারওয়ার-উল-ইসলাম